একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

নারদ মুনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন

কিভাবে নারদমুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য লীলা দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি শ্রীভগবানের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

নরকাসুরকে হত্যা করার পর শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে ষোল হাজার তরুণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং মহর্ষি নারদ এই অনবদ্য পারিবারিক মর্যাদায় শ্রীভগবানের বিভিন্ন আচরণ দর্শন করতে অভিলাষ করলেন। তাই তিনি দ্বারকায় গিয়েছিলেন। নারদ ষোল হাজার প্রাসাদের একটিতে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন যে, রুক্মিণীদেবীর সহস্র দাসী থাকা সত্ত্বেও, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাসীসুলভ সেবা নিবেদন করছিলেন। নারদকে লক্ষ্য করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শয্যা থেকে উঠে এলেন, ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁর নিজের আসনে তাঁকে উপবেশন করালেন। এরপর শ্রীভগবান নারদের পাদপ্রক্ষালন করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় সেই জল সিঞ্চিত করলেন। এমনই ছিল শ্রীভগবানের অনুকরণীয় শিষ্টাচার।

কিছুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা বলার পর নারদ তাঁর প্রাসাদগুলির অন্য আরেকটিতে গেলেন, সেখানে মুনিবর দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণী এবং উদ্ধবের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ারত রয়েছেন। সেখান থেকে আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শিশুপুত্রকে আদর করতে দেখলেন। অন্য একটি প্রাসাদে তিনি তাঁকে স্নানের জন্য প্রস্তুত হতে দেখলেন; আরেকটিতে অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন; অন্য একটিতে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাচ্ছিলেন; এবং অন্য একটিতে ব্রাহ্মণদের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করছিলেন। একটি প্রাসাদে শ্রীভগবান মধ্যাহ্নকালীন আচার ধর্ম সম্পাদন করছিলেন; অন্য আরেকটিতে শান্তভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছিলেন; আরেকটিতে তাঁর শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন; অন্য আরেকটিতে তাঁর মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন; এবং অন্য একটিতে তাঁর সহচরীদের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করছিলেন। কোথাও শ্রীভগবান ব্রাহ্মণদের দান করছিলেন, অন্য স্থানে তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করছিলেন, কোন স্থানে তিনি পরমাত্মার ধ্যান করছিলেন, কোথাও তিনি তাঁর গুরুদেবের সেবা করছিলেন, অন্য কোন স্থানে তিনি তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহের আয়োজন করছিলেন, কোথাও বা তিনি মৃগয়ার

জন্য নির্গত হচ্ছিলেন এবং অন্য কোথাও নগরবাসীরা কি ভাবছেন তা জানার জন্য ছদ্মবেশে তিনি পরিভ্রমণ করছিলেন।

এই সমস্ত দর্শন করে নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"যেহেতু কেবলমাত্র আমি আপনার পাদপদ্মের সেবা করেছি, তাই আমি আপনার যোগমায়া শক্তির বৈচিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, যা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত সাধারণ জীবেরা উপলব্ধি করা শুরু করতেই পারে না। তাই আমি মহা ভাগ্যবান, এবং সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলার মহিমা সম্ভার কীর্তন করে আমি সমগ্র ত্রিভুবনব্যাপী ভ্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা করি মাত্র।"

শ্রীভগবানের চিন্ময় ঐশ্বর্য দর্শন করে নারদকে হতবুদ্ধি হতে শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করলেন এবং তিনি তাঁকে এই জগতে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি মুনিকে ধর্মবিধি অনুসারে যথাযথভাবে সম্মানিত করলেন এবং নিরন্তর পরমেশ্বর শ্রীভগবানের ধ্যান করতে করতে নারদ প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ১-৬

শ্রীশুক উবাচ

নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহং চ যোষিতাম্ ।
কৃষ্ণেনৈকেন বহ্বীনাং তদ্দিদৃক্ষুঃ স্ম নারদঃ ॥ ১ ॥
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ২ ॥
ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ ।
পুষ্পিতোপবনারামদ্বিজালিকুলনাদিতাম্ ॥ ৩ ॥
উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজকহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ ।
ছুরিতেষু সরঃসূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ ॥ ৪ ॥
প্রাসাদলক্ষৈর্নবভির্জুষ্টাং স্ফাটিকরাজতৈঃ ।
মহামরকতপ্রখ্যৈঃ স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৫ ॥
বিভক্তরথ্যাপথচত্বরাপণৈঃ
শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ ।
সংসিক্তমার্গাঙ্গনবীথিদেহলীং
পতৎ পতাকধ্বজবারিতাতপাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নরকম্**—নরকাসুর; **নিহতম্**—নিহত; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তথা**—ও; **উদ্বাহম্**—বিবাহ; **চ**—এবং; **যোষিতাম্**—রমণীদের সঙ্গে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **একেন**—এক; **বহ্বীনাম্**—বহুর সঙ্গে; **তৎ**—তা; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার অভিলাষে; **স্ম**—বস্তুত; **নারদঃ**—নারদ; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **বত**—অহো; **এতৎ**—এই; **একেন**—একজনের সঙ্গে; **বপুষা**—দেহ; **যুগপৎ**—যুগপৎ; **পৃথক্**—পৃথক; **গৃহেষু**—গৃহে; **দ্বি**—দু'গুণ; **অষ্ট**—অষ্ট; **সাহস্রম্**—সহস্র; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **একঃ**—একমাত্র; **উদাবহৎ**—তিনি বিবাহ করলেন; **ইতি**—এইভাবে; **উৎসুকঃ**—উৎসুক; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষিঃ**—ঋষি, নারদ; **দ্রষ্টুম্**—দর্শনের জন্য; **আগমৎ**—আগমন করলেন; **পুষ্পিত**—পুষ্পময়; **উপবন**—উদ্যানে; **আরাম**—এবং সুখকর উদ্যানগুলি; **দ্বিজ**—পাখির; **অলি**—এবং ভ্রমর; **কুল**—ঝাঁক ও দল দ্বারা; **নাদিতাম্**—ধ্বনিত; **উৎফুল্ল**—প্রস্ফুটিত; **ইন্দীবর**—নীল পদ্মসমূহ যুক্ত; **অম্বোজ**—দিনে প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহ; **কহ্লার**—শ্বেতপদ্ম; **কুমুদ**—জোৎস্নায় প্রস্ফুটিত পদ্ম; **উৎপলৈঃ**—এবং উৎপল; **ছুরিতেষু**—পূর্ণ; **সরঃসু**—সরোবর মধ্যে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **কূজিতাম্**—কূজনে পূর্ণ; **হংস**—হংস দ্বারা; **সারসৈঃ**—এবং সারস; **প্রাসাদ**—প্রাসাদসমূহ; **লক্ষৈঃ**—লক্ষ; **নবভিঃ**—নয়; **জুষ্টাম্**—শোভিত; **স্ফাটিক**—স্ফটিকের তৈরী; **রাজতৈঃ**—এবং রৌপ্য; **মহা-মরকত**—মহামরকতমণি; **প্রখ্যৈঃ**—সমুজ্জ্বল; **স্বর্ণ**—সোনার; **রত্ন**—এবং রত্নরাজি; **পরিচ্ছদৈঃ**—যার আসবাব পত্র; **বিভক্ত**—সুশৃঙ্খলভাবে বিভক্ত; **রথ্যা**—প্রধান প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা; **পথ**—পথ; **চত্বর**—চত্বর; **আপণৈঃ**—এবং পণ্যশালা; **শালা-সভাভীঃ**—সভাগৃহ সহ; **রুচিরম্**—মনোহর; **সুর**—দেবতাদের; **আলয়ৈঃ**—মন্দিরগুলি দ্বারা; **সংসিক্ত**—জল দ্বারা সিক্ত; **মার্গ**—যার পথগুলি; **অঙ্গন**—অঙ্গন; **বীথি**—বাণিজ্যিক পথগুলি; **দেহলীম্**—এবং গৃহদ্বারের সম্মুখভাগ; **পতৎ**—উড়ন্ত; **পতাক**—পতাকা দ্বারা; **ধ্বজ**—ধ্বজসমূহ দ্বারা; **বারিত**—নিবারণ করছিল; **আতপাম্**—সূর্যের তাপ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেছেন এবং অসংখ্য বধূকে একা বিবাহ করেছেন শ্রবণ করে নারদমুনি এই অবস্থায় শ্রীভগবানকে দর্শনের অভিলাষ করলেন। তিনি ভাবলেন, 'এতো যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার যে, একক দেহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ ষোল সহস্র রমণীকে, প্রত্যেককে এক-একটি পৃথক প্রাসাদে, বিবাহ করলেন।" তাই দেবর্ষি আগ্রহভরে দ্বারকায় গমন করলেন।

নগরীটি পাখির কূজনে পূর্ণ ছিল এবং উপবন ও সুখকর উদ্যানগুলিতে ভ্রমরকুল উড়ছিল, আর তখন হংস ও সারসের ডাকে নিনাদিত সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত *ইন্দীবর, অম্ভোজ, কহ্লার, কুমুদ* ও *উৎপল* পদ্ম রা আকীর্ণ ছিল। দ্বারকায় মহামরকত দ্বারা সমুজ্জ্বলরূপে শোভিত এবং স্ফটিক ও রৌপ্যদ্বারা নির্মিত নয় লক্ষ রাজপ্রাসাদ ছিল। এইসকল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগের পরিচ্ছদগুলি রত্ন ও স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত পন্থার রাজপথ, পথ, চত্বর, ও বাজারের মধ্যে পরিবহন চলাচল করছিল এবং বহু সভাগৃহ ও দেবালয় মনোরম নগরীটির শোভা বৃদ্ধি করছিল। পথঘাট, অঙ্গন চত্বর, রাজপথ ও গৃহদ্বারের সামনে জল দিয়ে ধোওয়া ছিল এবং ধ্বজদণ্ড হতে উড়ন্ত পতাকা দ্বারা সূর্যতাপ নিবারিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দরভাবে দ্বারকা নগরীর বর্ণনা করেছেন এইভাবে—"কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এত পত্নীর সঙ্গে তাঁর গৃহকর্ম পরিচালনা করছেন, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে, নারদ এই সমস্ত লীলা দর্শনের অভিলাষ করলেন এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন গৃহ পরিদর্শন করার জন্য যাত্রা করলেন। নারদমুনি দ্বারকায় পৌঁছে দেখলেন যে, উপবন ও উদ্যানগুলি বহু বিচিত্র ও রঙিন ফুল-ফলের ভারে পরিপূর্ণ। সেই স্থান বিবিধ সুন্দর পাখির কূজন ও ময়ূরের আনন্দপূর্ণ কেকারবে নিনাদিত। সেখানে নীল ও লাল পদ্মফুলে পূর্ণ হ্রদ ও জলাশয় রয়েছে এবং তাদের কিছু কিছু অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের পদ্মফুলে পূর্ণ। সরোবরগুলি সুন্দর হংস ও সারসে পূর্ণ ছিল এবং তাদের কণ্ঠস্বর সর্বত্র নিনাদিত হচ্ছিল। নগরীতে রজত-তোরণ, দ্বার ও সর্বোত্তম স্ফটিকে নির্মিত কমপক্ষে ৯,০০,০০০ বিশাল প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদ ও গৃহের স্তম্ভগুলি কষ্টিপাথর, নীলকান্ত মণি ও পান্নাদি রত্নের দ্বারা পরিশোভিত ছিল এবং মেঝেগুলি থেকে সুন্দর উজ্জ্বল আভা দেখা যাচ্ছিল। রাজপথ, জনপথ, গলি, পথের চৌরাস্তা, এবং পণ্যশালাগুলি সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। সমগ্র নগরীটি স্থাপত্য শিল্পের সৌষ্ঠবে পূর্ণ নানা আবাসগৃহ, সভাগৃহ ও দেবালয়ে সুশোভিত ছিল। এই সমস্ত কিছুই দ্বারকাকে দীপ্তিমান নগরীতে পরিণত করেছিল। প্রশস্ত রাজপথ, পথের সংযোগস্থল, গলি ও জনপথগুলি এবং আবাসগৃহের প্রবেশপথগুলি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রত্যেক পথের উভয়পার্শ্বে লতাগুল্ম ছিল এবং প্রতি নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর বড় বড় গাছগুলি রাস্তায় ছায়া দিত যাতে সূর্যালোক পথিককে বিব্রত না করে।"

শ্লোক ৭-৮

তস্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চিতং সর্বধিষ্ণ্যপৈঃ ।
হরেঃ স্বকৌশলং যত্র ত্বষ্ট্রা কার্ৎস্ন্যেন দর্শিতম্ ॥ ৭ ॥
তত্র ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ ॥ ৮ ॥

তস্যাম্—সেখানে (দ্বারকায়); **অন্তঃ-পুরম্**—অন্তপুর; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্য; **অর্চিতম্**—অর্চিত; **সর্ব**—সকল; **ধিষ্ণ্য**—বিভিন্ন গ্রহের; **পৈঃ**—পালকগণ দ্বারা; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **স্ব**—তার নিজ; **কৌশলম্**—দক্ষতা; **যত্র**—যেখানে; **ত্বষ্ট্রা**—ত্বষ্টা (স্বর্গের স্থপতি, বিশ্বকর্মা) দ্বারা; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে; **দর্শিতম্**—দর্শিত; **তত্র**—সেখানে; **ষোড়শভিঃ**—ষোড়শ; **সদ্ম**—আবাসের; **সহস্রৈঃ**—সহস্র; **সমলঙ্কৃতম্**—বিভূষিত ছিল; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন (নারদ); **একতমম্**—সেগুলির একটিতে; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **পত্নীনাম্**—পত্নীগণের; **ভবনম্**—প্রাসাদ; **মহৎ**—বিশাল।

অনুবাদ

দ্বারকাপুরীতে সকল লোকপালকগণ দ্বারা পূজিত একটি সুন্দর অন্তঃপুর ছিল। এই ক্ষেত্রটি, যেখানে বিশ্বকর্মা তাঁর সকল দিব্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা শ্রীহরির আবাসস্থল ছিল এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র রাণীগণের প্রাসাদদ্বারা প্রোজ্জ্বলরূপে বিভূষিত ছিল। নারদমুনি এইসকল বিশাল প্রাসাদের একটিতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা, শ্রীভগবানের দক্ষতাকে প্রকাশ করেছিলেন আর এইভাবে তিনি এরূপ অনবদ্য প্রাসাদ নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বিশ্বের মহান রাজা ও রাজপুত্রগণ (শ্রীকৃষ্ণকে) অর্চনা করার জন্যই কেবল এই সমস্ত প্রাসাদ পরিদর্শন করতেন। স্বর্গের স্থপতি স্বয়ং বিশ্বকর্মার দ্বারা স্থাপত্য পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত হয়েছিল এবং প্রাসাদগুলি নির্মাণে তিনি তার সকল নৈপুণ্য ও প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন।"

শ্লোক ৯-১২

বিষ্টব্ধং বিদ্রুমস্তম্ভৈর্বৈদূর্য্যফলকোত্তমৈঃ ।
ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈর্জগত্যা চাহতত্বিষা ॥ ৯ ॥
বিতানৈর্নির্মিতৈস্ত্বষ্ট্রা মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ ।
দান্তৈরাসনপর্যঙ্কৈর্মণ্যুত্তমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১০ ॥

দাসীভির্নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিরলঙ্কৃতম্ ।
পুম্ভিঃ সকঞ্চুকোষ্ণীষসুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ ॥ ১১ ॥
রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভির্নিরস্ত-
ধ্বান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনোঽঙ্গ ।
নৃত্যন্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈর্
নির্যান্তমীক্ষ্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ ॥ ১২ ॥

বিষ্টব্ধম্—ভারবাহী; **বিদ্রুম**—প্রবালের; **স্তম্ভৈঃ**—স্তম্ভ দ্বারা; **বৈদূর্য**—বৈদূর্য মণির; **ফলক**—ফলক দ্বারা; **উত্তমৈঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ইন্দ্রনীল-ময়ৈঃ**—ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা সজ্জিত; **কুড্যৈঃ**—দেওয়াল দ্বারা; **জগত্যা**—একটি মেঝে যুক্ত; **চ**—এবং; **অহত**—নিরন্তর; **ত্বিষা**—যার দীপ্তি; **বিতানৈঃ**—চন্দ্রাতপ দ্বারা; **নির্মিতৈঃ**—নির্মিত; **ত্বষ্ট্রা**—বিশ্বকর্মা দ্বারা; **মুক্তা-দাম**—মুক্তার মালার; **বিলম্বিভিঃ**—শ্রেণিসমন্বিত; **দান্তৈঃ**—হাতীর দাঁতের; **আসন**—আসন যুক্ত; **পর্যঙ্কৈঃ**—এবং শয্যাসমূহ; **মণি**—রত্নরাজি দ্বারা; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট; **পরিষ্কৃতৈঃ**—শোভিত; **দাসীভিঃ**—দাসী দ্বারা; **নিষ্ক**—পদক; **কণ্ঠীভিঃ**—যাদের কণ্ঠে; **সু-বাসোভিঃ**—সুরম্য বসন; **অলঙ্কৃতম্**—শোভিত; **পুম্ভিঃ**—পুরুষগণ; **স-কঞ্চুক**—বর্ম পরিহিত; **উষ্ণীষ**—উষ্ণীষ; **সু-বস্ত্র**—সুবসন; **মণি**—রত্ন; **কুণ্ডলৈঃ**—এবং কুণ্ডল; **রত্ন**—রত্ন-শোভিত; **প্রদীপ**—প্রদীপের; **নিকর**—বহু; **দ্যুতিভিঃ**—প্রভা দ্বারা; **নিরস্ত**—দূরীভূত হতো; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **বলভীষু**—ছাদের ঢালু অংশে; **শিখণ্ডিনঃ**—ময়ূরগুলি; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **নৃত্যন্তি**—নৃত্য; **যত্র**—যেখানে; **বিহিত**—উপবিষ্ট; **অগুরু**—অগুরুর; **ধূপম্**—ধূপ; **অক্ষৈঃ**—গবাক্ষপথে; **নির্যান্তম্**—নির্গত; **ঈক্ষ**—দর্শন করে; **ঘন**—মেঘ; **বুদ্ধয়ঃ**—মনে করে; **উন্নদন্তঃ**—উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করে।

অনুবাদ

প্রাসাদের ভিত্তি ছিল বৈদূর্যমণি খচিত সুশোভিত প্রবাল স্তম্ভ। দেওয়াল ইন্দ্রনীলমণিময় এবং মেঝে ছিল নিরন্তর প্রভায় দীপ্তিমান। সেই প্রাসাদে বিশ্বকর্মা মুক্তা-মালা শ্রেণিসমন্বিত চন্দ্রাতপের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে হাতীর দাঁত ও বহুমূল্য রত্নে সজ্জিত আসন ও শয্যাসমূহও ছিল। সুরম্য বসন পরিহিত, কণ্ঠে পদক ধারিত বহু দাসী ছিল এবং উষ্ণীষ যুক্ত বর্ম, সুবসন ও রত্নখচিত কুণ্ডল যুক্ত রক্ষীগণও ছিল। অসংখ্য রত্নখচিত প্রদীপের দীপ্তি প্রাসাদের সকল অন্ধকার দূর করত। হে রাজন, ছাদের ঢালে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদরত ময়ূরেরা নৃত্য করত, যারা গবাক্ষ পথে নির্গত সুগন্ধী অগুরু ধূপকে দেখে মেঘ বলে ভুল করত।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "সেখানে এত সুগন্ধী ও ধূপ পুড়ত যে, সুগন্ধিত ধোঁয়া জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত। ময়ূরেরা ধোঁয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের মেঘ বলে ভুল করত এবং আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করত। সেখানে বহু দাসী ছিল, তারা সকলে সোনার কণ্ঠহার, বলয় ও সুন্দর শাড়িতে সুসজ্জিত থাকত। সেখানে বহু পুরুষ ভৃত্যও ছিল, যারা বর্ম ও উষ্ণীষ এবং রত্ন কুণ্ডলে সুন্দররূপে বিভূষিত ছিল। এই সকল সুন্দর দাস-দাসীরা সকল সময়ে বিভিন্ন গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকত।"

শ্লোক ১৩

তস্মিন্ সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষ-
দাসীসহস্রযুতয়ানুসবং গৃহিণ্যা ।
বিপ্রো দদর্শ চমরব্যজনেন রুক্ম-
দণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা ॥ ১৩ ॥

তস্মিন্—সেখানে; **সমান**—সমান; **গুণ**—গুণ; **রূপ**—রূপ; **বয়ঃ**—যৌবন; **সু-বেষ**—এবং সুন্দর বসন; **দাসী**—দাসী দ্বারা; **সহস্র**—এক হাজার; **যুতয়া**—যুক্ত; **অনুসবম্**—প্রতি মুহূর্তে; **গৃহিণ্যা**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে একত্রে; **বিপ্রঃ**—তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ (নারদ); **দদর্শ**—দর্শন করলেন; **চমর**—চামর; **ব্যজনেন**—একটি পাখাসহ; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **দণ্ডেন**—যার দণ্ড; **সাত্বত-পতিম্**—সাত্বতগণের অধীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ; **পরিবীজয়ন্ত্যা**—বাতাস করছিলেন।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাত্বত পতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে, যিনি স্বর্ণ-দণ্ড-যুক্ত চামর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করছিলেন, তাঁকে একত্রে দর্শন করলেন। যদিও তাঁর পত্নীর সমান স্বভাব, রূপ, যৌবন ও সুবসন বিশিষ্ট সহস্র দাসী অনবরত তাঁর পত্নীর সেবায় নিয়োজিত রয়েছে, তবুও তিনি (পত্নী) এইভাবে নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তং সন্নিরীক্ষ্য ভগবান্ সহসোত্থিতশ্রী-
পর্যঙ্কতঃ সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীট-
জুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁকে (নারদ); **সম্নিরীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **সহসা**—অবিলম্বে; **উত্থিত**—উত্থিত হয়ে; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর, রাণী রুক্মিণী; **পর্যঙ্কতঃ**—শয্যা হতে; **সকল**—সকল; **ধর্ম**—ধর্মের; **ভৃতাম্**—ধারকগণের; **বরিষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ; **আনম্য**—অবনত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন; **পাদ-যুগলম্**—তাঁর দুটি চরণে; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **কিরীট**—মুকুট; **জুষ্টেন**—যুক্ত; **স-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **অবীবিশৎ**—উপবেশন করালেন; **আসনে**—আসনে; **স্বে**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

ভগবান ধর্মীয় নীতিসমূহের পরম ধারক। তাই তিনি যখন নারদকে লক্ষ্য করলেন, তিনি তখন তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবীর শয্যা থেকে উঠে তাঁর মুকুটযুক্ত মস্তক নারদের দুই চরণে অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং কৃতাঞ্জলি যুক্ত হয়ে তাঁর নিজ আসনে মুনিকে উপবেশন করালেন।

শ্লোক ১৫

তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্ধ্না
বিভ্রজ্জগদ্গুরুতমোঽপি সতাং পতির্হি ।
ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্গুণনাম যুক্তং
তস্যৈব যচ্চরণশৌচমশেষতীর্থম্ ॥ ১৫ ॥

তস্য—তার; **অবনিজ্য**—প্রক্ষালন করে; **চরণৌ**—দুই চরণ; **তৎ**—সেই; **অপঃ**—জল; **স্ব**—তার নিজ; **মূর্ধ্না**—মস্তকে; **বিভ্রৎ**—বহন করে; **জগৎ**—সমগ্র জগতের; **গুরু-তমঃ**—পরম গুরুদেব; **অপি**—এমনকি যদিও; **সতাম্**—সাধু-ভক্তবৃন্দের; **পতিঃ**—পতি; **হি**—বস্তুত; **ব্রহ্মণ্য**—যিনি ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহ করেন; **দেবঃ**—ভগবান; **ইতি**—এইভাবে পরিচিত; **যৎ**—যেহেতু; **গুণ**—তাঁর গুণ ভিত্তিক; **নাম**—নাম; **যুক্তম্**—যুক্ত; **তস্য**—তাঁর; **এব**—বস্তুত; **যৎ**—যাঁর; **চরণ**—দুই চরণে; **শৌচম্**—ধৌত; **অশেষ**—সম্পূর্ণ; **তীর্থম্**—পবিত্র তীর্থ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান নারদের দুই চরণ প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরম জগদ্গুরু এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের পতি, তবু এইভাবে তাঁর আচরণ যথাযথ ছিল কারণ তাঁর নাম ব্রহ্মণ্যদেব "শ্রীভগবান, যিনি ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করেন।" এমনকি শ্রীভগবানের নিজ চরণধৌত জলও পরম তীর্থস্থান গঙ্গা হয়ে ওঠে, তবু এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে তাঁর দুই চরণ ধৌত করার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন দুই পাদপদ্ম পরম পবিত্র গঙ্গার উৎস, তাই নারদ মুনির পাদপ্রক্ষালনের দ্বারা শ্রীভগবানের নিজেকে শুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল না। বরং শ্রীল প্রভুপাদ যেমন বর্ণনা করেছেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এক পূর্ণ নরলীলা বিলাস করেছিলেন। এই জন্য দেবর্ষি নারদের শ্রীচরণ ধুয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই জল তাঁর মস্তকে সিঞ্চন করলে, নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের এই কাজে বাধা দেননি, কারণ নারদ মুনি ভালই জানতেন যে, সাধু ব্যক্তিকে সম্মান করার পদ্ধতি সকলকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান তা করেছিলেন।"

শ্লোক ১৬

সম্পূজ্য দেবঋষিবর্যমৃষিঃ পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন ।
বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং
প্রাহ প্রভো ভগবতে করবাম হে কিম্ ॥ ১৬ ॥

সম্পূজ্য—সম্পূর্ণরূপে পূজা করে; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষি**—ঋষি; **বর্যম্**—পরম; **ঋষিঃ**—ঋষি; **পুরাণঃ**—আদি; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **নর-সখাঃ**—নরের সখা; **বিধিনা**—শাস্ত্রবিধান মতো; **উদিতেন**—নির্দেশ; **বাণ্যা**—উক্তি দ্বারা; **অভিভাষ্য**—সম্ভাষণ করে; **মিতয়া**—পরিমিত; **অমৃত**—অমৃতময়; **মিষ্টয়া**—মধুর; **তম্**—তাঁকে, নারদ; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **প্রভো**—হে প্রভু; **ভগবতে**—ভগবতে; **করবাম**—আমরা করতে পারি; **হে**—হে; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

বৈদিক বিধি অনুসারে পূর্ণরূপে দেবর্ষির অর্চনা করে, শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং আদি ঋষি—নারায়ণ, নরের সখা—নারদের সঙ্গে কথা বললেন এবং শ্রীভগবানের পরিমিত উক্তি ছিল অমৃতের মতো মধুর। অবশেষে শ্রীভগবান নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নারায়ণো নর-সখাঃ* কথাটি নির্দেশ করছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, নারায়ণ, যিনি ঋষি নরের সখা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ *ঋষি পুরাণঃ* আদি ও পরম গুরুদেব। তা সত্ত্বেও, একজন *ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের* পূজা করবে এই বৈদিক বিধি *(বিধিনোদিতেন)* অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ সুখের সঙ্গে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত নারদ মুনির অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীনারদ উবাচ

নৈবাদ্ভুতং ত্বয়ি বিভোঽখিললোকনাথে
মৈত্রী জনেষু সকলেষু দমঃ খলানাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎস্থিতিরক্ষণাভ্যাং
স্বৈরাবতার উরুগায় বিদাম সুষ্ঠু ॥ ১৭ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ বললেন; **ন**—না; **এব**—মোটেই; **অদ্ভুতম্**—বিস্ময়কর; **ত্বয়ি**—আপনার জন্য; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অখিল**—সকলের; **লোক**—সমস্ত জগৎ; **নাথে**—শাসকের জন্য; **মৈত্রী**—সখ্যতা; **জনেষু**—জনসাধারণের দিকে; **সকলেষু**—সকল; **দমঃ**—দমন করা; **খলানাম্**—খলগণের; **নিঃশ্রেয়সায়**—পরম মঙ্গলের জন্য; **হি**—বস্তুত; **জগৎ**—জগতের; **স্থিতি**—স্থিতি দ্বারা; **রক্ষণাভ্যাম্**—এবং রক্ষা; **স্বৈর**—স্বেচ্ছাক্রমে; **অবতারঃ**—অবতরণ; **উরু-গায়**—হে বিশ্ববন্দিত; **বিদাম**—আমরা জানি; **সুষ্ঠু**—ভাল।

অনুবাদ

শ্রীনারদ বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনি যে সকল জগতের শাসক, সকল জনের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করেন এবং দুষ্টজনকেও দমন করেন, তা বিস্ময়ের নয়। আমরা ভালভাবে জানি, আপনার মধুর ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্থিতি, পালন ও পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আপনি অবতরণ করেন। এইভাবে আপনার মহিমারাশি সর্বত্র গীত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবই শ্রীভগবানের দাস। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আচার্য *পদ্ম-পুরাণ* থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ কথ্যতে ।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

"(ওম্ মন্ত্রটির মধ্যে) *অ* অক্ষরটি শ্রীবিষ্ণুকে নির্দেশ করছে, *উ* অক্ষরটি নির্দেশ করছে লক্ষ্মীদেবীকে এবং *ম* অক্ষরটি তাদের ভৃত্যকে উল্লেখ করছে, যা পঞ্চবিংশতি উপাদান।" জীব পঞ্চবিংশতি উপাদান। প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানের দাস এবং শ্রীভগবান প্রত্যেক জীবের প্রকৃত সুহৃদ। এইভাবে যখন জরাসন্ধের মতো

বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিদের শ্রীভগবান ভর্ৎসনা করেন, সেই শাস্তিও প্রকৃত বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়, কারণ শ্রীভগবানের ভর্ৎসনা ও তাঁর আশীর্বাদ উভয়ই জীবের মঙ্গলের জন্য।

শ্লোক ১৮

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টম্—দর্শন করলাম; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—চরণ; **যুগলম্**—যুগল; **জনতা**—আপনার ভক্তবৃন্দের জন্য; **অপবর্গম্**—মুক্তির কারণ; **ব্রহ্ম-আদিভিঃ**—ব্রহ্মার মতো ব্যক্তিত্বগণ দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয় মধ্যে; **বিচিন্ত্যম্**—চিন্তা করেন; **অগাধ**—গভীর; **বোধৈঃ**—যার বুদ্ধি; **সংসার**—জাগতিক জীবনের; **কূপ**—কূপে; **পতিত**—পতিত; **উত্তরণ**—উদ্ধারের জন্য; **অবলম্বন**—আশ্রয়; **ধ্যায়ন্**—অবিরত চিন্তা করে; **চরামি**—আমি যেন ভ্রমণ করি; **অনুগ্রহাণ**—আমাকে আশীর্বাদ করুন; **যথা**—যাতে; **স্মৃতিঃ**—স্মরণ; **স্যাৎ**—হয়।

অনুবাদ

এখন আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, যা আপনার ভক্তবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করে, এমনকি ব্রহ্মা ও অন্যান্য গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর চিন্তা করেন এবং যিনি সংসারের কূপ মধ্যে পতিত জনের উদ্ধারের অবলম্বন স্বরূপ। কৃপা করে আমায় অনুগ্রহ করুন যাতে আমি অবিরত আপনার চিন্তা করে ভ্রমণ করতে পারি। অনুগ্রহ করে আপনার স্মরণের শক্তি আমাকে প্রদান করুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?" এবং এখানে নারদ উত্তর প্রদান করছেন। নারদ মুনি শ্রীভগবানের এক শুদ্ধ ভক্ত এবং তাই তাঁর প্রার্থনাটি বিনীত।

শ্লোক ১৯

ততোঽন্যদাবিশদ্ গেহং কৃষ্ণপত্ন্যাঃ স নারদঃ ।
যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ যোগমায়াবিবিৎসয়া ॥ ১৯ ॥

ততঃ—অতঃপর; **অন্যৎ**—অন্য একটি; **আবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **গেহম্**—গৃহে; **কৃষ্ণ-পত্ন্যাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের একজন পত্নীর; **সঃ**—তিনি; **নারদঃ**—নারদমুনি; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বরের; **ঈশ্বরস্য**—পরম ঈশ্বরের; **অঙ্গ**—হে রাজন; **যোগ-মায়া**—বিভ্রান্তির অপ্রাকৃত শক্তি; **বিবিৎসয়া**—অবগত হওয়ার বাসনা দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, অতঃপর নারদ যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শক্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী হয়ে তাঁর অন্য এক পত্নীর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২০-২২

দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ ।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
পৃষ্টশ্চাবিদুষেবাসৌ কদায়াতো ভবানিতি ।
ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণৈরস্মদাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
অথাপি ব্রূহি নো ব্রহ্মন্ জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু ।
স তু বিস্মিত উত্থায় তূষ্ণীমন্যদগাদ্ গৃহম্ ॥ ২২ ॥

দীব্যন্তম্—ক্রীড়া করছিলেন; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ নিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **অপি**—বস্তুতঃ; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে; **চ**—এবং; **উদ্ধবেন**—উদ্ধবের সঙ্গে; **চ**—ও; **পূজিতঃ**—তিনি পূজিত হয়েছিলেন; **পরয়া**—অপ্রাকৃত; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **প্রত্যুত্থান**—তাঁর উপবেশনের স্থান হতে দাঁড়িয়ে উঠে; **আসন**—তাঁকে একটি আসন নিবেদনের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **চ**—এবং; **অবিদুষা**—অজ্ঞ জনের দ্বারা; **ইব**—যেন; **অসৌ**—তিনি, নারদ; **কদা**—কখন; **আয়াতঃ**—আগমন করেছেন; **ভবান্**—আপনি; **ইতি**—এইভাবে; **ক্রিয়তে**—করতে অভিলাষী; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুত; **পূর্ণানাম্**—যিনি পূর্ণ তাঁর দ্বারা; **অপূর্ণৈঃ**—যারা পূর্ণ নয়, তাদের সঙ্গে; **অস্মাৎ-আদিভিঃ**—যেমন, আমরা; **অথ অপি**—তৎ সত্ত্বেও; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **ব্রহ্মণ্**—হে ব্রাহ্মণ; **জন্ম**—আমাদের জন্ম; **এতৎ**—এই; **শোভনম্**—সার্থক; **কুরু**—দয়া করে করুন; **সঃ**—তিনি, নারদ; **তু**—কিন্তু; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **উত্থায়**—গাত্রোত্থান করে; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **অন্যৎ**—অন্য একটিতে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **গৃহম্**—প্রাসাদ।

অনুবাদ

সেখানে তিনি শ্রীভগবানকে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও তাঁর সখা উদ্ধবের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ারত দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হয়ে নারদকে আসন প্রভৃতি প্রদান করে তাঁর পূজা করলেন এবং তারপর যেন তিনি জানতেন না এইভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কখন এসেছেন? আমাদের মতো অপূর্ণকামগণ, যাঁরা পূর্ণকাম, তাঁদের জন্য কি করতে পারে? তথাপি, হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমার জীবনকে সার্থক করুন।" এইভাবে সম্বোধিত হয়ে নারদ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি কেবল নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রইলেন এবং অন্য প্রাসাদে গমন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে, শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন যে, নারদ যখন দ্বিতীয় প্রাসাদে আগমন করলেন, "শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে আচরণ করলেন যেন রুক্মিণীর প্রাসাদে কি ঘটেছিল তিনি তা জানতেন না।" নারদ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ উভয় প্রাসাদেই ভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য উপস্থিত ছিলেন, তাই "তিনি শ্রীভগবানের কার্যক্রমে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে কেবলমাত্র নীরবে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।"

শ্লোক ২৩

তত্রাপ্যচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতান্ শিশূন্ ।
ততোঽন্যস্মিন্ গৃহেঽপশ্যন্মজ্জনায় কৃতোদ্যমম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র—সেখানে; অপি—এবং; অচষ্ট—তিনি দর্শন করলেন; গোবিন্দম্—শ্রীকৃষ্ণ; লালয়ন্তম্—লালন করছেন; সুতান্—তাঁর সন্তানাদি; শিশূন্—শিশুরা; ততঃ—তারপর; অন্যস্মিন্—অন্য; গৃহে—প্রাসাদ; অপশ্যৎ—তিনি (তাঁকে) দেখলেন; মজ্জনায়—স্নানের জন্য; কৃত-উদ্যমম্—প্রস্তুত হচ্ছেন।

অনুবাদ

এইবার শ্রীনারদ দর্শন করলেন যে, স্নেহময় পিতার মতো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিশুপুত্রকে লালনে যুক্ত রয়েছেন। সেখান থেকে তিনি অন্য একটি প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, কার্যত নারদের পরিদর্শন করা সকল প্রাসাদেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অর্চনা ও সম্মানিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

জুহ্বন্তং চ বিতানাগ্নীন্ যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ ।
ভোজয়ন্তং দ্বিজান্ ক্বাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্ ॥ ২৪ ॥

জুহ্বন্তম্—আহুতি নিবেদন করছেন; চ—এবং; বিতান্ অগ্নীন্—যজ্ঞাগ্নিতে; যজন্তম্—যজন করছেন; পঞ্চভিঃ—পঞ্চ; মখৈঃ—মহাযজ্ঞ দ্বারা; ভোজয়ন্তম্—ভোজন করাচ্ছেন; দ্বিজান্—ব্রাহ্মণগণকে; ক্ব-অপি—কোথাও বা; ভুঞ্জানম্—ভোজন করছেন; অবশেষিতম্—উচ্ছিষ্টাংশ।

অনুবাদ

একটি প্রাসাদে শ্রীভগবান যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করছিলেন; আরেকটিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করছিলেন; অন্য আরেকটিতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাচ্ছিলেন এবং অন্য কোন একটিতে ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্টাংশ ভোজন করছিলেন।

তাৎপর্য

পঞ্চ মহাযজ্ঞ-কে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—*পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্যা তর্পণং বলিঃ*—"বেদপাঠ, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন, অতিথির জন্য প্রতীক্ষা, পূর্বপুরুষের জন্য তর্পণ এবং সাধারণভাবে জীবকে আহার প্রদান করা।"

এই সকল যজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন, "অন্য একটি প্রাসাদে নারদ মুনি গৃহস্থদের অবশ্যকৃত পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রতী দেখলেন। এই যজ্ঞ *পঞ্চশূনা* রূপেও পরিচিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যেকে, বিশেষত গৃহস্থরা পাঁচ রকমের পাপ কর্ম করছে। আমরা যখন একটি জলের কলসি থেকে জল গ্রহণ করি, আমরা কলসের বহু জীবাণুকে হত্যা করি। তেমনিভাবে, আমরা যখন একটি পেষাই যন্ত্র ব্যবহার করি অথবা খাদ্য গ্রহণ করি, তখন আমরা বহু জীবাণুকে হত্যা করি। যখন মেঝে ঝাঁট দেই বা অগ্নি প্রজ্বলিত করি, তখন আমরা বহু জীবাণু হত্যা করি। আমরা যখন রাস্তায় হাঁটি, তখন বহু পিপীলিকা ও অন্যান্য কীট-কীটানুকে হত্যা করি। জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে, আমাদের সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্মে আমরা হত্যা করছি। সুতরাং এই ধরনের পাপ কর্মের ফল থেকে নিজেদের মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গৃহস্থেরই *পঞ্চশূনা* যজ্ঞ সম্পাদন করা কর্তব্য।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর এই শ্লোকের ভাষ্যে পুনরায় উল্লেখ করছেন যে, দিনের বিভিন্ন সময়গুলি একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলিতে সংঘটিত হচ্ছিল।

তাই নারদ একটি অগ্নিযজ্ঞ—একটি প্রভাতকালীন আচার দর্শন করলেন—এবং প্রায় একই সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাতে এবং তাদের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করতে দেখলেন, যা মধ্যাহ্নকালীন আচরণ।

শ্লোক ২৫

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্‌যতম্ ।
একত্র চাসিচর্মাভ্যাং চরন্তমসিবর্ত্মসু ॥ ২৫ ॥

ক্ব অপি—কোথাও বা; **সন্ধ্যাম্**—সূর্যাস্তের আচার বিধি; **উপাসীনম্**—উপাসনা; **জপন্তম্**—শান্তভাবে জপ করছেন; **ব্রহ্ম**—বৈদিক মন্ত্র (গায়ত্রী); **বাক্-যতম্**—মৌন হয়ে; **একত্র**—একস্থানে; **চ**—এবং; **অসি**—তরবারি দ্বারা; **চর্মাভ্যাম্**—এবং চর্ম; **চরন্তম্**—পরিভ্রমণ করছেন; **অসি-বর্ত্মসু**—অসিচালন-বিদ্যা অভ্যাসের প্রাঙ্গণে।

অনুবাদ

কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে সূর্যাস্তের উপাসনার আচার বিধি পালন করছিলেন এবং শান্তভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছিলেন আর অন্য কোথাও বা তরবারি ও ঢাল নিয়ে অসিচালন বিদ্যার আখড়ায় ঘুরছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *সন্ধ্যাম্ উপাসীনম্* কথাটি সূর্যাস্তকালীন আচার বিধি বোঝাচ্ছে, অন্যদিকে *অসি-চর্মভ্যাম্ চরন্তম্* কথাটি প্রভাতকালীন অসি চালনা অভ্যাসকে উল্লেখ করছে।

শ্লোক ২৬

অশ্বৈর্গজৈ রথৈঃ ক্বাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্ ।
ক্বচিচ্ছয়ানং পর্যঙ্কে স্তূয়মানং চ বন্দিভিঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বৈঃ—অশ্বে; **গজৈঃ**—গজে; **রথৈঃ**—রথে; **ক্ব অপি**—কোনখানে; **বিচরন্তম্**—আরোহণ করছেন; **গদ-অগ্রজম্**—গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ; **ক্বচিৎ**—কোনখানে; **শয়ানম্**—শয়ন করছেন; **পর্যঙ্কে**—তাঁর শয্যায়; **স্তূয়মানম্**—স্তুত হয়ে; **চ**—এবং; **বন্দিভিঃ**—চারণগণ দ্বারা।

অনুবাদ

একস্থানে শ্রীভগবান গদাগ্রজ অশ্ব, গজ ও রথে আরোহণ করছিলেন এবং অন্য একটি স্থানে তিনি যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম করছিলেন, তখন চারণগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, অশ্ব ও গজে আরোহণ করা মধ্যাহ্নকালীন কার্যাবলী, কিন্তু শয়ন করা হয় রাত্রির শেষাংশে।

শ্লোক ২৭

মন্ত্রয়ন্তং চ কস্মিংশ্চিৎ মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ ।
জলক্রীড়ারতং ক্বাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্ ॥ ২৭ ॥

মন্ত্রয়ন্তম্—মন্ত্রণা করছেন; **চ**—এবং; **কস্মিংশ্চিৎ**—কোথাও বা; **মন্ত্রিভিঃ**—মন্ত্রীদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **উদ্ধব-আদিভিঃ**—উদ্ধব এবং অন্যান্য; **জল**—জল; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ায়; **রতম্**—যুক্ত; **ক্ব অপি**—কোথাও; **বার-মুখ্যা**—রাজনর্তকী দ্বারা; **অবলা**—ও অন্যান্য রমণীগণ; **বৃতম্**—সঙ্গে নিয়ে।

অনুবাদ

কোথাও বা উদ্ধবের মতো রাজমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা করছিলেন এবং অন্য কোথাও বহু বারাঙ্গনা এবং অন্যান্য যুবতী পরিবৃত হয়ে জলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণ গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে গোধূলি লগ্নে মিলিত হয়েছিলেন এবং জলক্রীড়া উপভোগ করেছিলেন বিকালে।

শ্লোক ২৮

কুত্রচিদ্দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ সুলঙ্কৃতাঃ ।
ইতিহাসপুরাণানি শৃণ্বন্তং মঙ্গলানি চ ॥ ২৮ ॥

কুত্রচিৎ—কোথাও; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **মুখ্যেভ্যঃ**—উত্তম; **দদতম্**—প্রদান করছেন; **গাঃ**—গাভী; **সু**—সুন্দর; **অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কৃতা; **ইতিহাস**—মহাকাব্যিক ইতিহাস; **পুরাণানি**—এবং পুরাণাদি; **শৃণ্বতম্**—শ্রবণ করছেন; **মঙ্গলানি**—মঙ্গলজনক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সুন্দরভাবে বিভূষিতা গাভী প্রদান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি মহাকাব্যিক ইতিহাস ও পুরাণাদির মঙ্গলজনক বর্ণনা শ্রবণ করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের জ্ঞাপন করছেন যে, গাভী দান সকালে হয়ে থাকে এবং ইতিহাস শ্রবণ বিকেলে হয়।

শ্লোক ২৯

হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে ।
ক্বাপি ধর্মং সেবমানমর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ ॥ ২৯ ॥

হসন্তম্—হাস্য করছেন; হাস-কথয়া—রসিকতাপূর্ণ কথোপকথন দ্বারা; কদাচিৎ—কখনও; প্রিয়য়া—তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে; গৃহে—প্রাসাদে; ক্ব অপি—কোথাও; ধর্মম্—ধর্মীয়; সেবমানম্—অনুশীলন করছেন; অর্থ—অর্থনৈতিক উন্নতি; কামৌ—ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি; চ—এবং; কুত্রচিৎ—কোথাও বা।

অনুবাদ

কোথাও কোনও একজন পত্নীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে রসিকতাপূর্ণ বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও বা তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে রত দেখতে পেলেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া গেল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত এবং কোথাও বা শাস্ত্রীয় বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁকে পারিবারিক জীবন উপভোগ করতে দেখা গেল।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণ গ্রন্থের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

রসিকতাপূর্ণ কথোপকথন রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হত এবং ধর্মীয় আচার আচরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পারিবারিক উপভোগ দিন ও রাত্রি উভয় সময়েই আচরিত হত।

শ্লোক ৩০

ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
শুশ্রূষন্তং গুরূন্ ক্বাপি কামৈর্ভোগৈঃ সপর্যয়া ॥ ৩০ ॥

ধ্যায়ন্তম্—ধ্যান করছেন; একম্—একা; আসীনম্—উপবেশন করে; পুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবানের; প্রকৃতেঃ—জড়া-প্রকৃতিকে; পরম্—অতিক্রমকারী; শুশ্রূষন্তম্—শুশ্রূষা করছেন; গুরূন্—তাঁর জ্যেষ্ঠগণকে; ক্ব অপি—কোথাও; কামৈঃ—কাম্য; ভোগৈঃ—ভোগ্য বস্তু দ্বারা; সপর্যয়া—এবং পূজা দ্বারা।

অনুবাদ

কোথাও তিনি একাকী উপবেশন করে জড়া-প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠগণকে কাম্য বস্তু নিবেদন ও সশ্রদ্ধ পূজা দ্বারা শুশ্রূষা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "স্বীকৃত শাস্ত্রাদির অনুমোদন অনুযায়ী কারো মনকে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর প্রতি নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যই ধ্যান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মূল বিষ্ণু, কিন্তু যেহেতু তিনি মানুষের ভূমিকায় লীলা করছেন, তাই ধ্যান কাকে বলে সেই বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে আমাদের শিক্ষা প্রদান করলেন।"

এই ধ্যানের আচরণ সূর্যোদয়ের পূর্বের প্রভাতকালীন সময় *ব্রাহ্ম-মুহূর্ত*-কে নির্দেশ করছে।

শ্লোক ৩১

কুর্বন্তং বিগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিং চান্যত্র কেশবম্ ।
কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবম্ ॥ ৩১ ॥

কুর্বন্তম্—করছেন; **বিগ্রহম্**—যুদ্ধ; **কৈশ্চিৎ**—কোন ব্যক্তির সঙ্গে; **সন্ধিম্**—সন্ধি; **চ**—এবং; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **কেশবম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **কুত্র অপি**—কোথাও; **সহ**—একত্রে; **রামেণ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **চিন্তয়ন্তম্**—চিন্তা করছেন; **সতাম্**—সাধুগণের; **শিবম্**—কল্যাণ।

অনুবাদ

একস্থানে তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি শান্তি স্থাপন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকেশব ও শ্রীবলরাম একত্রে সাধুবর্গের কল্যাণ চিন্তা করছিলেন।

শ্লোক ৩২

পুত্রাণাং দুহিতৃণাং চ কালে বিধ্যুপযাপনম্ ।
দারৈর্বরৈস্তৎসদৃশৈঃ কল্পয়ন্তং বিভূতিভিঃ ॥ ৩২ ॥

পুত্রাণাম্—পুত্রদের; **দুহিতৃণাম্**—কন্যাদের; **চ**—এবং; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **বিধি**—ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী; **উপযাপনম্**—তাদের বিবাহ প্রদান করছিলেন; **দারৈঃ**—পত্নীদের সঙ্গে; **বরৈঃ**—এবং পতিদের সঙ্গে; **তৎ**—তাদের জন্য; **সদৃশৈঃ**—

পাশাপাশি মানানসই; **কল্পয়ন্তম্**—এইভাবে আয়োজন করছিলেন; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্য অনুসারে।

অনুবাদ

নারদ শ্রীকৃষ্ণকে উপযুক্ত বধূ ও বরের সঙ্গে যথার্থ সময়ে তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ প্রদানে নিয়োজিত দেখতে পেলেন এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণ গ্রন্থের ভিত্তিতে এই অনুবাদটি রচিত।

কালে শব্দটি এখানে বোঝাচ্ছে যে, তাঁর পুত্র ও কন্যারা বিবাহযোগ্য হলে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিবাহের আয়োজন করলেন।

শ্লোক ৩৩

প্রস্থাপনোপনয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্ ।
বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিস্মিরে ॥ ৩৩ ॥

প্রস্থাপন—প্রেরণ করে; **উপনয়নৈঃ**—এবং গৃহে নিয়ে এসে; **অপত্যানাম্**—সন্তানদের; **মহা**—মহা; **উৎসবান্**—উৎসব অনুষ্ঠানে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগের ঈশ্বরের; **ঈশস্য**—পরম ঈশ্বরের; **যেষাম্**—যার; **লোকাঃ**—জনসাধারণ; **বিসিস্মিরে**—বিস্মিত হয়েছিল।

অনুবাদ

নারদ লক্ষ্য করলেন কিভাবে সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কন্যা ও জামাতাদের পাঠানো এবং মহামহোৎসবের সময়ে আবার তাদের গৃহে আপ্যায়ন জানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসকল উৎসবাদি দেখে পুরবাসীরা বিস্মিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

যজন্তং সকলান্ দেবান্ ক্বাপি ক্রতুভিরূর্জিতৈঃ ।
পূর্তয়ন্তং ক্বচিদ্ধর্মং কূর্পারামমঠাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

যজন্তম্—পূজা করছেন; **সকলান্**—সকল; **দেবান্**—দেবতাগণ; **ক্ব অপি**—কোথাও; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞাদির মাধ্যমে; **ঊর্জিতৈঃ**—পূর্ণ প্রজ্বলিত; **পূর্তয়ন্তম্**—পূর্তকার্য দ্বারা পূর্ণ করা; **ক্বচিৎ**—কোথাও; **ধর্মম্**—ধর্মীয় কর্তব্য; **কূর্পাঃ**—কূপ দ্বারা; **আরাম্**—জন উদ্যান; **মঠ**—মঠ; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি।

অনুবাদ

কোথাও তিনি বিশদভাবে যজ্ঞাদির মাধ্যমে দেবতাদের পূজা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি কূপ, জল উদ্যান, ও মঠাদি নির্মাণ করে জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য পূর্ণ করছিলেন।

শ্লোক ৩৫

চরন্তং মৃগয়াং ক্বাপি হয়মারুহ্য সৈন্ধবম্ ।
ঘ্নন্তং তত্র পশূন্ মেধ্যান্ পরীতং যদুপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৫ ॥

চরন্তম্—বিচরণ করে; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **ক্ব অপি**—কোথাও; **হয়ম্**—তাঁর অশ্ব; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সৈন্ধবম্**—সিন্ধুদেশের; **ঘ্নন্তম্**—হত্যা করে; **তত্র**—সেখানে; **পশূন্**—প্রাণীগণ; **মেধ্যান্**—যজ্ঞে নিবেদনের যোগ্য; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত; **যদু-পুঙ্গবৈঃ**—অধিকাংশ যদুবীরগণের দ্বারা।

অনুবাদ

অন্য একটি স্থানে তিনি মৃগয়ারত ছিলেন। তাঁর সিন্ধী অশ্বে আরোহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ যদু বীরবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি যজ্ঞে নিবেদনের উদ্দেশ্যে পশুবধ করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "বৈদিক বিধি অনুযায়ী, বিশেষ উপলক্ষ্যে বনে শান্তি রক্ষার জন্য অথবা যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণীদের নিবেদন করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পশুবধের অনুমোদন ক্ষত্রিয়েরা লাভ করতেন। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে এইভাবে পশুবধের কৌশলাদি অনুশীলন করতে অনুমোদন করা হয়, যেহেতু সমাজে শান্তি রক্ষা করার জন্য নির্মম হয়ে তাদের শত্রুদের বধ করতেই হয়।"

শ্লোক ৩৬

অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিষ্বন্তঃপুরগৃহাদিষু ।
ক্বচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া ॥ ৩৬ ॥

অব্যক্ত—গোপন; **লিঙ্গম্**—যাঁর পরিচিতি; **প্রকৃতিষু**—তাঁর মন্ত্রীবর্গের মধ্যে; **অন্তঃপুর**—রাজ অন্তঃপুরের; **গৃহ-আদিষু**—বাসভবনাদির মধ্যে; **ক্বচিৎ**—কোথাও; **চরন্তম্**—বিচরণ করছিলেন; **যোগ-ঈশম্**—যোগ শক্তির ঈশ্বর; **তৎ-তৎ**—তাদের প্রত্যেকের; **ভাব**—মানসিকতা; **বুভুৎসয়া**—জানার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

কোথাও যোগেশ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রীবর্গ ও পুরবাসীরা কি ভাবছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাদের বাড়িতে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, কিন্তু আদর্শ রাজারূপে তাঁর লীলা সম্পাদন করার সময়ে তিনি কখনও কখনও তাঁর রাজ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশে ভ্রমণ করতেন।

শ্লোক ৩৭

অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব ।
যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্ ॥ ৩৭ ॥

অথ—অতঃপর; উবাচ—বললেন; হৃষীকেশম্—শ্রীকৃষ্ণকে; নারদঃ—নারদ; প্রহসন্—হাসতে হাসতে; ইব—মৃদুভাবে; যোগ-মায়া—তাঁর চিন্ময়ী মোহিনী শক্তিরাজি; উদয়ম্—প্রকাশিত; বীক্ষ্য—দর্শন করে; মানুষীম্—মনুষ্য; ঈয়ুষঃ—যিনি ধারণ করছিলেন; গতিম্—গতি।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীভগবানের এই যোগমায়ার অভিব্যক্তি দর্শন করে নারদ মৃদু হাসলেন এবং তারপর মানুষী আচরণে লীলারত ভগবান শ্রীহৃষীকেশকে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, নারদ শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই যখন তিনি দেখলেন শ্রীভগবান ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করে তাঁর মন্ত্রীবর্গের মনোভাব জানার চেষ্টা করছেন, তখন নারদ আর হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। কিন্তু শ্রীভগবানের পরম মর্যাদা স্মরণ করে, তিনি কোনভাবে তাঁর হাসি সংযত করলেন।

শ্লোক ৩৮

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দর্শা অপি মায়িনাম্ ।
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া ॥ ৩৮ ॥

বিদাম—আমরা জানি; যোগ-মায়াঃ—যোগমায়া; তে—আপনার; দুর্দশাঃ—যা দর্শন করা অসম্ভব; অপি—এমনকি; মায়িনাম্—যোগীগণের; যোগ-ঈশ্বর—হে যোগেশ্বর; আত্মন্—হে পরমাত্মন; নির্ভাতাঃ—প্রতীত; ভবৎ—আপনার; পাদ—পাদদ্বয়ের; নিষেবয়া—সেবা দ্বারা।

অনুবাদ

(নারদ বললেন—) হে পরমাত্মনে, হে যোগেশ্বর, এখন আমরা মহাযোগীদেরও দুর্জ্ঞেয় আপনার মায়াশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করছি। কেবলমাত্র আপনার শ্রীচরণযুগলের সেবার দ্বারা আমি আপনার শক্তিরাজি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে এই শ্লোকটি বোঝাচ্ছে যে, ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহাযোগিরাও শ্রীভগবানের মায়া শক্তি সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৯

অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাপ্লুতান্ ।
পর্যটামি তবোদ্গায়ন্ লীলা ভুবনপাবনীঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুজানীহি—অনুমতি প্রদান করুন; মাম্—আমাকে; দেব—হে দেব; লোকান্—বিশ্বজগৎ; তে—আপনার; যশসা—যশ দ্বারা; আপ্লুতান্—আপ্লুত করে; পর্যটামি—আমি ভ্রমণ করব; তব—আপনার; উদ্গায়ন্—উচ্চৈঃস্বরে গান করে; লীলাঃ—লীলাসমূহ; ভুবন—সকল জগৎ; পাবনীঃ—যা পবিত্র করে।

অনুবাদ

হে দেব, আমাকে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করুন। জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে আমি আপনার যশে আপ্লুত ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করব।

তাৎপর্য

এমনকি নারদ মুনিও মনুষ্যরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর লীলাসমূহ দর্শন করে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাই, *অনুজানীহি মাং দেব* কথাটি দ্বারা, তিনি তাঁর ভগবৎ-কথা প্রচার ও পরিভ্রমণের স্বাভাবিক সেবায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি যা দর্শন করেছেন তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবলী বিস্তৃতরূপে প্রচার করতে চান।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্ ধর্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা ।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **বক্তা**—বক্তা; **অহম্**—আমি; **কর্তা**—কর্তা; **তৎ**—তার; **অনুমোদিতা**—অনুমোদনকারী; **তৎ**—তা; **শিক্ষয়ন্**—শিক্ষা দান করা; **লোকম্**—জগতকে; **ইমম্**—এই; **আস্থিতঃ**—অবস্থান করছি; **পুত্র**—হে পুত্র; **মা খিদঃ**—বিভ্রান্ত হয়ো না।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমিই ধর্মের বক্তা, কর্তা ও অনুমোদনকারী। জগতে ধর্ম-নীতি শিক্ষা প্রদানের জন্য আমি তা আচরণ করি, হে পুত্র, তাই বিভ্রান্ত হয়ো না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেবতাদের পূজা করতে দেখে, নারদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হওয়াতে নারদ মুনি যে মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তা দূর করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করছেন, "আমি যেমন *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করেছি যে, *যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ* (কোনও মহৎ ব্যক্তি যা করেন, সাধারণ মানুষও তা অনুসরণ করে) সেইভাবে ধর্মের নীতিগুলি প্রচার করার সাহায্যের জন্য আজ আমি তোমার পাদ প্রক্ষালন করেছিলাম। অতীতে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মনীতি শিক্ষাদান করার লীলা শুরু করার আগে, তুমি এসেছিলে এবং আমি কেশি দানবকে বধ করার পরে তুমি আমার প্রতি স্তুতি নিবেদন করেছিলে কিন্তু তখন আমি কেবলমাত্র তোমার বিশদ প্রার্থনা ও মহিমা কীর্তন শুনেছিলাম এবং তোমাকে সম্বর্ধনার জন্য কিছুই করিনি। সেকথা মনে রেখে বিবেচনা করবে।

"মনে করো না যে, আজ তুমি আমাকে তোমার পাদপ্রক্ষালন করতে দিয়ে এবং পবিত্র অবশিষ্টাংশ রূপে সেই জল গ্রহণ করতে দিয়ে কোনও অপরাধ করেছ। ঠিক যেমন পুত্র তার পিতার কোলে বসে থাকার সময়ে তার পিতাকে তার পা দিয়ে স্পর্শ করলেও কোন অপরাধ হয় না, ঠিক সেভাবেই তোমাকে ভাবতে হবে, হে পুত্র, তুমি আমার প্রতি কোন অপরাধ করনি।"

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্ ।
তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আচরন্তম্**—আচরণ করে; **সৎ**—পারমার্থিক; **ধর্মান্**—ধর্মের নিয়মনীতি; **পাবনান্**—পবিত্রকারী; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহস্থদের; **তম্**—তাঁর; **এব**—বস্তুত; **সর্ব**—সকল; **গেহেষু**—প্রাসাদগুলি; **সন্তম্**—উপস্থিত; **একম্**—একই ভাবে; **দদর্শ হ**—তিনি দর্শন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে প্রতিটি প্রাসাদে নারদ শ্রীভগবানকে তাঁর একই স্বরূপে গৃহস্থদের পবিত্রকারী ধর্মীয় পারমার্থিক আচরণবিধি পালন করতে লক্ষ্য করেন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান স্বয়ং যা বর্ণনা করেছেন, এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী তার পুনরাবৃত্তি করছেন। *কৃষ্ণ* গ্রন্থে যেমন শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "সংসারে আসক্ত হলেও গৃহস্থ জীবনকে পবিত্র করবার উপায় জনগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান গৃহস্থ লীলায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। গৃহস্থ জীবন উপভোগের জন্য জীব বস্তুত সংসারচক্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। কিন্তু গৃহস্থদের প্রতি অশেষ করুণাবশত শ্রীভগবান সাধারণ গৃহস্থ জীবন পবিত্র করে তোলার উপায় প্রদর্শন করলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সকল কর্মের কেন্দ্রবিন্দু, তাই শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় গৃহস্থ জীবন সকল বৈদিক অনুশাসনের ঊর্ধ্বে এবং স্বভাবতই শুদ্ধ ও পবিত্র।"

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু প্রাসাদে শ্রীভগবানের সকল কার্যাবলী তাঁর চিন্ময় রূপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল, যা একই সঙ্গে বহু প্রাসাদে প্রকাশিত হত। নারদের এই দৃশ্য দেখবার বাসনার জন্য এবং তাঁকে এই দৃশ্য প্রদর্শনে শ্রীভগবানের অভিলাষের জন্য, এই দৃশ্য নারদের কাছে প্রকটিত হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, দ্বারকার অনান্য অধিবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের বসবাসের জায়গাটিতেই দেখতে পেত এবং অন্য কোথাও দেখতে পেত না, এমনকি তারা যদি কোন কাজে অন্য এলাকায় যেত, তবুও সেখানে দেখতে পেত না। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর প্রিয় ভক্ত নারদ মুনিকে তাঁর লীলাসমূহের এক বিশেষ দর্শন প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্ ।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; **অনন্ত**—অনন্ত; **বীর্যস্য**—বিক্রম; **যোগ-মায়া**—যোগমায়ার; **মহা**—বিস্তৃত; **উদয়ম্**—প্রকাশ; **মুহুঃ**—বারম্বার; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **ঋষিঃ**—নারদ মুনি; **অভূৎ**—হলেন; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **জাত-কৌতুকঃ**—কৌতূহলী হলেন।

অনুবাদ

অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহা-যোগমায়ার প্রকাশ বারম্বার দর্শন করে মুনি বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

ইত্যর্থকামধর্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনা ।
সম্যক্ সভাজিতঃ প্রীতস্তমেবানুস্মরন্ যযৌ ॥ ৪৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী বস্তু দ্বারা; **কাম**—ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির; **ধর্মেষু**—এবং ধর্মের; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **শ্রদ্ধিত**—বিশ্বস্ত; **আত্মনা**—যার হৃদয়; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **সভাজিতঃ**—সম্মানিত; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **তম্**—তাঁকে; **এব**—বস্তুত; **অনুস্মরন্**—সর্বদা স্মরণ করতে করতে; **যযৌ**—তিনি প্রস্থান করলেন।

অনুবাদ

ধর্ম, অর্থ, কাম সম্পর্কিত উপহার সামগ্রী আন্তরিকভাবে নারদকে প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ সম্যকরূপেই তাঁকে সম্মানিত করলেন। এইভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিবর শ্রীভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ *কৃষ্ণ* গ্রন্থে উল্লেখ করছেন *অর্থ-কাম-ধর্মেষু* পদটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি ও ধর্মীয় কর্তব্যকর্মে গভীরভাবে নিয়োজিত সাধারণ গৃহস্থের মতোই আচরণ করছিলেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যটি নারদ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ আচরণের জন্য বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে উজ্জীবিত হয়ে, তিনি প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৪৪

এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্তমানো
নারায়ণোঽখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ ।
রেমেঽঙ্গ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং
সব্রীড়সৌহৃদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **মনুষ্য**—মানুষের; **পদবীম্**—পথ; **অনুবর্তমানঃ**—অনুসরণ করে; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **অখিল**—সকলের; **ভবায়**—কল্যাণের জন্য; **গৃহীত**—প্রকাশ করে; **শক্তিঃ**—তাঁর শক্তিরাজি; **রেমে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **ষোড়শ**—ষোড়শ; **সহস্র**—সহস্র; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **অঙ্গনানাম্**—রমণীগণের; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **সৌহৃদ**—এবং সৌহার্দযুক্ত; **নিরীক্ষণ**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **হাস**—এবং হাস্য; **জুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান নারায়ণ সাধারণ মানুষের পথ অনুকরণ করে সকল জীবের কল্যাণের জন্য তাঁর দিব্য শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে যারা তাদের সলজ্জতা, সৌহার্দময় দৃষ্টিপাত ও হাস্য দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেছিলেন, তাঁর সেই ষোড়শ সহস্র শ্রেষ্ঠ পত্নীর সঙ্গে, তিনি আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার ।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥ ৪৫ ॥

যানি—যে; **ইহ**—এই জগতে; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **বিলয়**—বিনাশের; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **বৃত্তি**—এবং স্থিতি; **হেতুঃ**—যিনি কারণ; **কর্মাণি**—আচরণসমূহ; **অনন্য**—অনন্য; **বিষয়াণি**—বিষয়সমূহ; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **চকার**—সম্পাদন করেছেন; **যঃ**—যে; **তু**—বস্তুত; **অঙ্গ**—প্রিয় রাজন; **গায়তি**—কীর্তন করেন; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অনুমোদতে**—অনুমোদন করেন; **বা**—বা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভবেৎ**—উদিত হয়; **ভগবতি**—ভগবানের জন্য; **হি**—বস্তুত; **অপবর্গ**—মোক্ষ; **মার্গে**—পথে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পরম কারণ। হে রাজন, যিনি তাঁর সম্পাদিত অনুকরণীয় অনন্য আচরণ কীর্তন করেন, শ্রবণ করেন বা কেবলমাত্র অনুমোদন করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মোক্ষপ্রদায়ক ভগবানের জন্য ভক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

অনন্য-বিষয়াণি কথাটির শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিভিন্ন অর্থ প্রদান করেছেন। কথাটি, এই বোঝায় যে শ্রীভগবান তাঁর অংশপ্রকাশগণের পক্ষেও অস্বাভাবিক কার্যাবলী দ্বারকায় সম্পন্ন করেছিলেন। অথবা পদটি এইরকম নির্দেশ করছে বলে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ, ঐকান্তিক ভক্তগণের জন্য এই সকল আচরণ সম্পাদন করেছিলেন। সে যাই হোক, যিনি এই সকল লীলাসমূহের ঘটনাবলী শ্রবণ করেন বা তা পাঠ করেন, তিনি অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে নিয়োজিত হবেন, শ্রীল প্রভুপাদ যেমন লিখছেন, "তিনি অতি সহজেই সংসার মুক্তির পথ অতিক্রম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলসুধা আস্বাদন করবেন।" শ্রীল প্রভুপাদ আরও উল্লেখ করছেন যে, *অনুমোদতে* শব্দটি এখানে বোঝাচ্ছে— "যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারককে সমর্থন করবেন" তিনিও এখানে বর্ণিত মঙ্গলাদি লাভ করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নারদমুনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন' নামক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।